জীবন ও বৃক্ষ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

১. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন কেন?

উত্তর: কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীকে মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন কারণ নদীর গতি ও প্রবাহে তিনি মনুষ্যত্বের বেদনা ও সংগ্রামের চিত্র দেখতে পেয়েছেন। নদী যেমন বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এগিয়ে চলে, তেমনি মানুষের জীবনেও নানা প্রতিবন্ধকতা ও দুঃখ থাকে, যেগুলোকে পেরিয়ে মানুষ তার লক্ষ্যকে অর্জন করে। নদীর প্রবাহ থেমে থেমে চলে, এবং তার পথের মধ্যে থাকে সংগ্রাম, কষ্ট, এবং আত্মবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকে মানুষের জীবনের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে চলা ও অবিচল থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

২. মানুষের জন্য সমাজের কাজ কী? বুঝিয়ে বল।

উত্তর: মানুষের জন্য সমাজের কাজ হলো টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি বড় করে তোলা এবং বিকশিত জীবনের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

মানুষ পৃথিবীতে আর দশটি প্রাণীর মতো নয়। তাকে বিকশিত জীবনে উত্তীর্ণ হতে হলে সমাজের অনেক রকম দায়বদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। অনুকূল পরিবেশ ব্যতিরেকে মানুষ মানুষের মতো মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে উঠতে পারে না। মানুষকে বাইরে থেকে ও ভেতর থেকে মানুষ হওয়ার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজের বড় কাজ। তাহলে মানুষ সুন্দর সভ্য সহমর্মী সমাজের সদস্য হয়ে গড়ে উঠবে। এ কাজটি মানুষের জন্য করে দিতে সমাজ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

৩. রবীন্দ্রনাথের সাথে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর দর্শনের পার্থক্য হওয়ার কারণ কী?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথের সাথে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর দর্শনের চেতনাগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন। যেখানে ভাঙা-গড়া আছে, উচ্ছলতা আছে। সে ক্ষতিও করে, উপকারও করে। কিন্তু মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষের কাছে মানবজীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। বৃক্ষ শুধুই মঙ্গলের জন্য, অমঙ্গলের জন্য নয়। নদীতে মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং আত্মবিসর্জন আছে, আত্ম-উৎকর্ষ নেই, যা বৃক্ষে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বৃক্ষের মাঝেই মানবজীবনের সার্থকতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মধ্যে তাই দর্শনগত পার্থক্য দেখা যায়।

৪. বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা, তা নয়-প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। কেন?

উত্তর: বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা, তা নয় প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। কারণ বৃক্ষ জীবনের গুরুভার বহন করে অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতার সাথে। ধীরচিত্তে জীবনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। অস্থির হয়ে জীবন চালাতে গেলে পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে। এ কারণে জীবনের সমস্ত অর্জন ক্রমাগত ধৈর্য ধরে সাধনা দিয়ে জয় করে নিতে হয়।

৫. স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: যারা নিজের জীবনকে সুন্দর করার কথা না ভেবে অন্যের সফলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তারাই স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

সমাজই বসবাসের উত্তম স্থান। অথচ এ স্থানে এমন কিছু লোক বাস করে যারা সৌন্দর্য্যরে স্পর্শ থেকে দূরে থাকে, ফলে অন্যের সফলতার পথে বাধা হয়ে থাকতেই পছন্দ করে। তারাই মূলত স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

৬. 'সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি এক বড় জিনিস'-উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: সাধনা না করলে প্রাপ্তির সাধ পাওয়া কঠিন। তাই সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি এক বড় জিনিস।

বৃক্ষ আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে। নদী আপন গতিতে চলতেই থাকে। এতে কোনো ধীরস্থির ভাব নেই, যা আমরা বৃক্ষের মধ্যে দেখতে পাই। বৃক্ষের সাধনায় আমরা ফুল-ফল পাই। নদীর সাগরে পতিত হওয়ার প্রাপ্তি স্পষ্ট নয়, কিন্তু বৃক্ষের প্রাপ্তি আমাদের চোখের সামনেই ছবির মতো ফুটে ওঠে।

৭. 'বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না'-বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

উত্তর: ‘বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না’-কথাটি বলতে লেখক বৃক্ষের সাধনার কথা বোঝাতে চেয়েছেন।
মানুষের সাধনায় যে ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, তা বৃক্ষের সাধনা তেও পাওয়া যায়। অনবরত ছুটে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। বৃক্ষের মধ্যে গোপন ও নীরব সাধনা অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। নদীর সাগরে পতিত হওয়ার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না, কিন্তু বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বৃক্ষ সবসময় নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

৮. ‘বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান’-কথাটি লেখক কেন বলেছেন?
উত্তর: ‘বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান’-কথাটি লেখক বলেছেন বৃক্ষের সাধনার সার্থকতা বিষয়টি বোঝাতে।
বৃক্ষ অনবরত আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে। নদীর সাগরে পতিত হওয়া দৃশ্য আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। কিন্তু বৃক্ষ আমাদের চোখের সামনে ফুল ফোটায়, ফল জন্মায়, অর্থাৎ আমাদের ফল দান করে। বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে আমরা দেখতে পাই, বৃক্ষ থেকেই আমরা জীবন-সাধনার শিক্ষা নিই।

৯. তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন নদীর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান?
উত্তর: নদীর গতিতে মনুষ্যত্ব দেখতে পান বলে নদীর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ।
বৃক্ষের ফুল ফোটার চেয়ে নদীর গতির মধ্যেই মানুষের বেদনা উপলব্ধি সহজ বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করেন, ফুল ফোটা অনেক সহজ প্রক্রিয়া। কিন্তু নদীর গতি সহজ নয়- তাকে অনেক বাধা পেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশতে হয়। নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখক তপোবন প্রেমিক বলেছেন কেন?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন বলে লেখক তাঁকে তপোবন প্রেমিক বলেছেন।
প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় ঋষিরা ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী। বৃক্ষ মানবজীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলে। এরই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাঝেও প্রকৃতি এসেছে নানা রূপবৈচিত্র্য নিয়ে। তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতায় বৃক্ষের বন্দনায় তা স্পষ্ট হয়। আর এ কারণেই লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তপোবন প্রেমিক বলেছেন।

১১. প্রাবন্ধিক জীবনকে বৃক্ষের মতো করে তুলতে বলেছেন কেন?
উত্তর: মহৎ ও আদর্শ জীবন গড়ে তোলার প্রত্যাশায় প্রাবন্ধিক জীবনকে বৃক্ষের মতো করে তুলতে বলেছেন।
‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বৃক্ষের জীবন থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। তাঁর মতে, পরার্থে আত্মনিবেদনে বৃক্ষের যে ত্যাগ সে শিক্ষা আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারে। বৃক্ষের সাধনা, ত্যাগ ও সেবা আদর্শ জীবনের প্রকৃত উদাহরণ। তাই বৃক্ষের শিক্ষামূলক দিকগুলো কাজে লাগিয়ে মহত্তম মানবজীবন গঠনের প্রত্যাশাতেই প্রাবন্ধিক জীবনকে বৃক্ষের মতো করে তুলতে বলেছেন।

১২. জীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে আমরা কীভাবে সচেতন হতে পারি?
উত্তর: পরার্থপর বৃক্ষের দিকে তাকালে আমরা জীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন হতে পারি।
অঙ্কুরোদ্গমের পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বৃক্ষ নিঃস্বার্থভাবে ফুল, ফল, ডাল, লতা-পাতা, ছায়া ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের সেবা করে। বৃক্ষের এই সেবাপরায়ণ ও মহৎ জীবন বিশ্লেষণ করে আমরা জীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। তখন খুব সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাই আমাদের জীবনের সার্থকতা। আর এ সম্পর্কে সচেতন হতে হলে বৃক্ষের জীবনের দিকে তাকানোর বিকল্প নেই।

১৩. বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশ বলতে লেখক বৃক্ষের বৃদ্ধি ও তার ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হওয়াকে বুঝিয়েছেন।
মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষ প্রকৃতির নিয়ম মেনেই নিজেকে বিকশিত করে। ছোট থেকেই প্রকৃতির নিয়মের গতিকে আয়ত্ত করে সে নিজেকে একটু একটু করে বড় করে তোলে আর পরিণত বয়সে ফুল ও ফল প্রদান করে। লেখক বৃক্ষের এ পরিবর্তনকেই তার গতি ও বিকাশ বলেছেন।

১৪. সৃজনশীল মানুষের প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: সৃজনশীল মানুষের ক্ষেত্রে যা তার দান তাই তার প্রাপ্তি; এ কারণে তার প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। প্রাবন্ধিকের মতে, সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস; কারণ প্রাপ্তিতেই সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষের ক্ষেত্রে ফুল ফোটানো ও ফুল থেকে ফল সৃষ্টি তার সাধনা; আবার ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হওয়াটাই তার প্রাপ্তি। একইভাবে সৃজনশীল মানুষ আত্মার উৎসারণ থেকে যা সৃষ্টি করে তা অন্যের কাছে আশীর্বাদ হয়ে পৌঁছায়। এ কারণেই সৃজনশীল মানুষের প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না।

১৫. স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা কেন নিষ্ঠুর হয়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা নিষ্ঠুর হয়ে থাকে।
স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা বিকশিত জীবনের স্বাদ পায়নি। এরা যে কোনো বিষয় অর্জনে জবরদস্তি করে। এরা নিজের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করে না। অন্যের সার্থকতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। এরা কখনই প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ পায় না বলে নিষ্ঠুর ও বিকৃতিবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার।